দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JUL 2007
পৃষ্ঠা কলাম

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভাসানী মেডিক্যাল কলেজ ॥ চার শ' ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

কবির আহমেদ খান ॥ বার বছরেও নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর হলো না মওলানা ভাসানী মেডিক্যাল কলেজ। উল্টো এর কারণ জানতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ে শিক্ষার্থীরা পুলিশী নির্যাতন-মামলা ও গ্রেফতারের শিকার হলেন। কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করলেন ২৭ শিক্ষার্থীকে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে ১৬ দিন।

মানুষের দান আর শিক্ষার্থীদের টাকায় যে প্রতিষ্ঠানটি চলে আসছে সেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে ভাসানী মেডিক্যাল কলেজ। শিক্ষা জীবনের ভবিষ্যত কি হবে তা নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের যখন উদ্বেগের শেষ নেই, তখন দুর্নীতি-লুটপাটের কোটি কোটি টাকা নিয়ে কলেজ ট্রাস্টি ও গবর্নিংবডির চেয়ারম্যান বিদেশে পালিয়ে রয়েছে গত সাত মাস ধরে। এর পরও পদ ছাড়েননি তিনি। বিদেশ থেকেই টেলিফোনে কলেজের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন বিতর্কিত ড্যাব নেতা ডা. মোসাদ্দেক হোসেন ডাম্বেল। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আশঙ্কা, কলেজ কি তবে বন্ধ হয়ে যাবে?

জানা যায়, ১৯৯৫ সালে মওলানা ভাসানী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ভাড়া বাড়িতেই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। নিজস্ব ভবনে চলে আসার জন্য রাজধানীর উত্তরায় জমি ক্রয় করা হয় সাত বিঘা। সাড়ে তিন বছর আগে দশ তলা বিশিষ্ট ৫শ' শয্যার পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল এবং একটি নিজস্ব কলেজ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে আরও দু'বছর চলে গেছে। অথচ ভবনের কাজ শেষ হয়নি দশ ভাগের এক ভাগও। আর নিজস্ব ভবনে যেতে না পারায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে প্রথম বর্ষে ভর্তি স্থগিত করে দিয়েছে। সেই কথা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে গিয়ে গত ২০ জুন উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থীরা পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়। পাঁচজনকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ, ছাত্রদের বিরুদ্ধে লুটপাট-ভাঙচুর ও চুরির অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অধ্যক্ষ স্বয়ং বাদী হয়ে দু' অধ্যাপকসহ ১৮ জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, গত ২৮ জুন কলেজ একাডেমিক কাউন্সিল ও শৃঙ্খলা কমিটি নয়জন ইন্টার্নি ডাক্তারসহ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে। শুধু ছাত্রদের শায়েস্তা করেই ক্ষান্ত হয়নি কর্তৃপক্ষ। দু'জন নিরপরাধ শিক্ষককে এর সঙ্গে জড়িয়ে দেন। সৎ ও বিজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় শিক্ষক দু'জন হচ্ছেন অধ্যাপক ডা. একে সরকার এবং অধ্যাপক ডা. হাসান আলী। এই দু'শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রদের কাছ থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায় কর্তৃপক্ষ। আন্দোলনের সমস্ত দায়ভার তাদের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়ার এই চেষ্টায় ব্যর্থ হয় ছাত্রদের বাধার কারণে।

ভোক্তভোগী একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কর্তৃপক্ষ নিজেদের বাঁচাতে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ ছাত্রদের ভবিষ্যত নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। পনেরো দিন পেরিয়ে গেলেও এর কোন সুরাহার উদ্যোগ নিচ্ছে না কেউই। চার শ' ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত কর্তৃপক্ষের খেয়াল-খুশি মতো চলছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী অবিলম্বে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা না হলে বন্ধ করে দেয়া হবে মেডিক্যাল কলেজ। কলেজের ট্রাস্টি ও গবর্নিংবডির চেয়ারম্যান সাত মাস ধরে পলাতক। এ রকম পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত কি হবে?

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এমআই মণ্ডলের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা যোগাযোগের করলে তিনি পত্রিকার নাম শুনেই ফোন রেখে দেন। সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন না বলে জানান।

ভর্তির সময় একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শুধুমাত্র উন্নয়ন খাতে নেয়া হয় ছয় লাখ ৬০ হাজার টাকা। প্রতিমাসে নেয়া হয় পাঁচ হাজার টাকা। মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে একজন চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন ধারণ করে যে সকল শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবক এত অর্থ ও মেধা খরচ করছে তাদের টাকায় প্রতিষ্ঠানের উর্ধতনরা দেশ-বিদেশ সফর করে বেড়ান। নিজেদের আখের গুছিয়ে নেন। একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করে শিক্ষার্থীর জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে একটি সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কলেজ ট্রাস্টি ও গবর্নিংবডির চেয়ারম্যান হিসাবে একই ব্যক্তি নিজস্ব লোকদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এভাবে চলতে পারে না। এর একটা সুরাহা প্রয়োজন। বিশেষ করে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে যখন চলছে সাঁড়াশি অভিযান তখন স্বঘোষিত চেয়ারম্যান ডা. মোসাদ্দেক হোসেন ডাম্বেল কি পার পেয়ে যাবে?

নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থীরা বলেন, কলেজের একাডেমিক ভবন এবং ৫শ' শয্যার হাসপাতালের নির্মিতব্য ভবনের নির্মাণ কাজ অবিলম্বে সমাপ্ত করে তা স্থানান্তরিত করতে হবে। কলেজ ট্রাস্টি ও গবর্নিংবডির চেয়ারম্যান ডা. মোসাদ্দেক হোসেন ডাম্বেল ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করা হোক। একই সঙ্গে অবিলম্বে কলেজ খুলে দিয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং বহিষ্কৃত ২৭ জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।